আর.ডি.বনশল
নিবেদিত
ওগো বধূ সুন্দরী
রঙিন

আর, ডি, বনশল নিবেদিত

ওগো বধূ সুন্দরী

(সম্পূর্ণ রঙীন ছবি)

প্রযোজনা : কমল বনশল । পরিচালনা : সলিল দত্ত

সংগীত : বাপি লাহিড়ী । সর্ব্বাধ্যক্ষ : গোবিন্দ রায় ।

কাহিনী : কমল বনশল। চিত্রনাট্য সংলাপ ও গীত রচনা : বিভূতি মুখোপাধ্যায়। আলোক চিত্র : বিজয় ঘোষ। সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়। শিল্প নির্দ্দেশনা : সুর্য চ্যাটার্জী সাজ সজ্জা : বসির আহমেদ, সি, কে, শেঠী। কর্ম্মসচিব : রতন চক্রবর্তী। নৃত্য পরিকল্পনা : সত্যনারায়ণ। সংগীত গ্রহণ : রবীন চ্যাটার্জী (মেহবুব ষ্টুডিও, বম্বে) দামন সুদ (ওয়েষ্টার্ণ আউটডোর, বম্বে) শব্দ পুনর্যোজনা : মঙ্গেশ দেশাই। স্থির চিত্র : খুশি সোম। ব্যবস্থাপনা : দেবু হালদার, অরুণ দাস। কেশ বিন্যাস : মারিনা. রীতা। পরিচয় লিখন : রতন বরাট। স্পেশাল এ্যাক্‌ট্রেস : দয়াভাই, গোবর্ধন ভাই (বম্বে)। কণ্ঠ সংগীত : কিশোর কুমার, আশা ভোঁসলে, বাপি লাহিড়ী, চন্দ্রানী মুখার্জী, প্রীতি সাগর, সুষমা শ্রেষ্ঠ।

অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ : নিউ থিয়েটার্স ১নং ও ২নং ষ্টুডিও, টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিও।

মিঃ পটবর্দ্ধন ও রাও কর্ত্তৃক র‍্যামনর্ড রিসার্চ ল্যাবরেটরীজ (বম্বে)-এ পরিস্ফুটিত।

প্রচার ও জনসংযোগ : শৈলেশ মুখোপাধ্যায়

বিশ্ব পরিবেশনা : আর, ডি, বি এণ্ড কোং

সহকারীবৃন্দ : পরিচালনা : শ্রীকান্ত গুহঠাকুরতা, বিজন চক্রবর্তী, তপন মুখার্জী। আলোক চিত্র : পঙ্কজ দাস, স্বপন দত্ত। সম্পাদনা : সুনীত সাহা। শিল্প নির্দ্দেশক : রাম ভট্টাচার্য। সাজসজ্জা : বেচু আহমেদ।
নৃত্য : পৈলেশ কুমার (বম্বে)। ব্যবস্থাপনা : দুঃখীরাম নায়েক।
সাজসজ্জা : কার্তিক লেঙ্কা।

ভূমিকায়

মহানায়ক উত্তমকুমার

মৌসুমী চ্যাটার্জী, সুমিত্রা মুখার্জী, রঞ্জিত মল্লিক, বিকাশ রায়, সন্তোষ দত্ত, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রেমাংশু বসু, চিন্ময় রায়, মীনাক্ষী গোস্বামী, গীতা নাগ, বকুল ধর, রূপা চৌধুরী, জয়া আচার্য, গিরিশ চক্রবর্তী, অতি দাস, নিমাই দত্ত, সোমনাথ মুখার্জী, ডাঃ বলাই দাস এবং নৃত্যে মিস্ জারিন, মিস্ জেসিবেল, মিস্ আইরিন ও আরও অনেকে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

ভৈরব রাগে আশার গানটি গেয়েছো
হাসিকান্নায় ভুলিয়েছো মন
কেউতো জানে না নিজে কতখানি কেঁদেছো
জীবনের ফুল তুলে তোড়া বেঁধে উপহার কত দিয়েছো
কাঁটাটুকু শুধু নিজের বুকেই বিঁধেছো সৃষ্টির উল্লাসে
তোমাকে নমস্কার।

কাহিনী

গগন সেন ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক। বন্ধু অবলাকান্তকে নিয়ে সে বাঙলা ভাষা উচ্চারণ বিচিত্রা নিয়ে মশগুল। গগনের স্ত্রী চিত্রা তার ফ্রেণ্ড ফিলোজফার এণ্ড গাইড লোলা বোসের সঙ্গে ক্লাব পার্টি নিয়ে ব্যস্ত।

গগন চিত্রার সোসাইটিলেডী হবার চেষ্টা পছন্দ করে না। চিত্রা পছন্দ করে না গগনের দিনরাত লাইব্রেরীতে বই মুখে দিয়ে পড়ে থাকা। এই নিয়ে দুজনের ঝগড়া। মাঝে মাঝে চিত্রা ব্যাগ ব্যাগেজ গুছিয়ে দাদুর কাছে চলে যায়। বলা বাহুল্য গগন কোনো খোঁজ করে না এবং চিত্রা চিরকালের জন্য চলে যাচ্ছি বলে চব্বিশ ঘন্টা না পেরোতেই আবার ফিরে আসে। দুজনের ঝগড়াও যেমন ভাবও তেমনি। চিত্রার দাদুর কথায় 'এর নামই প্রেমের প্রগাঢ়তা।"

এই প্রগাঢ় প্রেমের সমুদ্রে হঠাৎ এলো টাইফুন। গগনের জীবনে উদয় হ'লো সাবিত্রী। সে বাঁদর নাচায়। গগনের ইচ্ছে সাবিত্রীকে সে লেখাপড়া আদব কায়দা শিখিয়ে প্রমাণ করবে, জন্মসূত্র নয় —উপযুক্ত পরিবেশই মানুষের মানসিকতা বিকাশের প্রধান সহায়।

চিত্রা ভুল বুঝলো। রাগ করে চলে গেলো দাদুর কাছে। গগন তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু যখন চিত্রা কিছুতেই বুঝলো না। তখন গগনও ঝোঁকের মাথায় চ্যালেঞ্জ করে বসলো, "ঠিক আছে ওই মেয়েকে সোসাইটির উপযুক্ত করে যদি তোমার লুলুদির নাকে ঝামা না ঘসি তো আমার নামও গগন সেন নয়।" চিত্রাও জানালো যদি সে গগনকে জব্দ না করে তাহলে তার নামও চিত্রা সেন নয়।

গগনের শুরু হ লো সাবিত্রীকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার সাধনা। আর চিত্রা ভাঁজতে লাগলো গগনকে জব্দ করার ফন্দি।

ইতিমধ্যে জল অনেক দূর গড়িয়েছে। সাবিত্রী গগনের শিক্ষায় এখন পুরোপুরি আধুনিকা। এমন কি সাবিত্রী প্রেমেও পড়েছে। পাত্রটি চিত্রারই ছোটো ভাই সন্দীপ। ব্যাপারটা না চিত্রা না গগন, কেউই জানতো না। এমন কি সন্দীপও জানতো না সাবিত্রী ই সেই মেয়ে যাকে নিয়ে দিদি জামাইবাবুর এই কুরুক্ষেত্র। জানতো একমাত্র সাবিত্রী যে ইচ্ছে করে সমস্ত ব্যাপারটা গোপন রেখেছিল।

গগন চেষ্টা করছে কী করে সাবিত্রীকে সোসাইটিতে উপস্থিত করিয়ে চিত্রার চোখে ধুলো দেবে। চিত্রা চেষ্টা করছে, কি করে গগন আর সাবিত্রীকে জব্দ করবে।

কিন্তু জিতলো কে? এই দাম্পত্য কলহের হারজিতের মিলনমধুর পরিণতির ছায়াছবিই ওগো বধূ সুন্দরী॥

(১)

গগন। অবলা কান্ত আমি একজন শান্ত শিষ্ট
পত্নীনিষ্ঠ ভদ্রলোক,
একটি নিয়েই গলদ ঘর্ম ডিউ পার্টেতে নেইকো
লোভ॥
তোমরা প্রেমে পড়তে পার ওদের চলন বলন
দেখে
আঁকা ভুরুর বাঁকা ধনুক পারে তোমার মুণ্ডু
খেতে
আমি জানি আসলটা কী
কোনটা ফাঁকি কোনটা মেকী
তুমি চেষ্টা করেও বুঝবে না তা আইবুড়ো তো
হাজার হোক
স্ত্রী শব্দটি ছোট হলেও অতিশয় দুর্বোধ্য
কাঁচামিঠে থাকেন তারা যখন আসেন সদ্য
তার পরেতে ক্রমে ক্রমে
আসর যখন ওঠে জমে
প্রিয়া তখন গিন্নী হ'য়ে কাঁপিয়ে তোলেন
ব্রহ্মলোক
সেই রসে যে মজেছে সে বৈলতলাতে আর
যাবে না
যতই কেন ইচ্ছে হোক
বুঝলে বাবা অবলাকান্ত

(২)

গগন॥ শুধু তুমি নও অবলাকান্ত, অনেকেরই বলার
সময় খেয়াল থাকে না
অবলা॥ কথার অ্যাকসেন্ট সেন্টপারসেন্ট
সেন্টপারসেন্ট জীবনেও কারেক্ট হয় না।
গগন॥ শুধরে নাও।
অবলা॥ উচ্চারণ......এই বয়সে ...ইম্পসিবল
গগন॥ তাই বলে বলবে ভুল, শিখতে তোমার হবেই
হবে ছাড়'বো না
অবলা॥ প্লিজ প্লিজ
গগন॥ রামমোহন বিদ্যাসাগর তোমার পূর্বপুরুষ এরা
বাংলাভাষা ভালোবেসে করেছিলেন সবার
সেরা
এই ভাষাতে মধুকবি বিশ্বকবির আসন রবি
কাব্য লিখেই পেয়েছিলেন শোনো শোনো
তোমায় বলি

এই ভাষাতে হয়েছে লেখা কোমলকান্ত
পদাবলী
এ যে তোমার মায়ের ভাষা আশৈশবের
ভালোবাসা
অবলা॥ তাই বলে নতুন করে শিখতে বসা
excuse me, পারবো না
চাকররা॥ মেমসাব
অবলা॥ ম্যা .... ম্যাডাম
গগন॥ গিন্নিরা মেমসাব ডার্লিং হনি
মা বাবা পাপা ড্যাডি মামি
বন্ধু বান্ধবী ...না না না না না
বলো বয় ফ্রেণ্ড, গার্ল ফ্রেণ্ড
প্রেমিকা পাল্টে গিয়ে হয়েছে লাভার
এমন খিচুড়ী ভাষা কোনদেশে কোনকালে
পাব নাকো আর
ব্রেকফাষ্ট .. ডিনার
অবলা॥ ক্লাব, পার্টি
গগন॥ জুড়ি, টিনার
এমন গর্বভোরে পরের নকল কোরে
আমরা ছাড়া আর দেখা যাবে না
বুঝলে অবলাকান্ত।

(৩)

হেই ডুগ ডুগ ডুগ ডুগ ডুগ ডুগ
দিখো বাবু খিলা দেখো রে
বাঁদর নাচবে ছুকরী নাচবে
আশমান থিকা পইসা পড়বে
নাচলে বুড়া নাচলে ছুড়া
নাচবি তুরা ঢগ ঢগ
নাচ.বা আমি—নাচবে কাপ্.পন
তুদের বুকে ধক্ ধক্
রাম নাচে শ্যাম ন'চে
নাচে বাবুর মন
দুনিয়া নাচে—নাচলে আমি রাধার মতন
আরে খা খা খা—ডিগবাজী খা
আরে যা যা যা পইসা চা
দিখো বাবু খিলা দেখো
নতুন খিলা মজার খিলা
রামকে বিয়া করলো শ্যামে
সীতা গেল পাতাল তলে

(৪)

গগন—এই তো জীবন যাক্‌না যেদিকে যেতে চায় প্রাণ
বেয়ারা চালাও ফোয়ারা জীন শেরী শ্যাম্পেন রাম
খাও খাও বুঁদ হয়ে ডুবে যাও
দ্যাখো চোখে চোখে সর্ষে ফুল
সর্ষে ফুল করুক মাথা ঝিম্ ঝিম্
লোলা……লু-লু
কেন তোমার বয়স হয়না ষোলো আমার নাইনটিন
মহিলা—কী
লোলা—কি ?
চিত্রা—চলে এসো, এসো বলছি
গগন—যাবো বলে ত আসিনি আজকে
আজ হবেই হবে সর্বনাশ
স্বর্গ যদি না হয় সখা
হোক না তবে নরকবাস
চিত্রা—রাবিস
গগন—হা…হা…হা
Scandle চাই বুঝলে
Scandle চাই back groundএ
নইলে এ সমাজে পুরুষ বলে
পাবে না তো মান
গগন—লোলা……লু-লু
কেন তোমার বয়স হয়না ষোলো আমার নাইনটিন ··
চিত্রা—ছি !
গগন—সাহেবরা সব চলে গেছে—গেছে বুঝি ?
স্বাধীন করে দেশটাকে
সত্যি—
আমরা ওদের ছাড়িনি তো
ধরে আছি তবু লেজটাকে……হে-হে
মদ খাচ্ছি পার্টি দিচ্ছি
সুট বুট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছি
Top to Bottom ওদের মতো
সাজিয়ে নিচ্ছি গোটা সমাজ
মদ্য পানের বিরুদ্ধে যারা
তাদের মাথায় পড়ুক বাজ
লোলা—What ?
গগন—Yes.

(৫)

তুই যত ফুলদিস না কেনে
বকুল যদি না দিস এনে
আমি তুর কুনো কথা শুনবো না
আমার কণ্ঠে চাই কুন্দমালা
কানের চম্পা ফুলের মালা
কালা খোঁপায় বকুল মালা ছাড়া
আমি লিব না
ডাগর চোখে আঁকব আমি
মনসা পাতার কাজল
কোমরেতে বাঁধব বিছা
পায়ে রুপার মল
মিথ্যে বলে করলে পিরীত
তোকে ভালবাসব না
হায়রে
আমি পরবো হাতে কাঁচের চুড়ী
করবো তুহার মন চুরি
ঝম ঝমা ঝম—নাচবো—ভালবাসবো
হা—হা—হা (হাসি)
রাঙা পায়ে পরবিরে তুই
মনটি তবু দিব না
এই বাবু কুথায় যাচ্ছিস—হা-হা
এদিকে এসো—এসো না
হা—হা—হা—হা

(৬)

আ-হা-হা-হা-হু-হু-হু
আ-হা-হা-হা-হু-হু-হু
সন্দীপ: মালবিকা
সাবিত্রী: আহা
সন্দীপ: অজানিকা
সাবিত্রী: অনামিকা
সন্দীপ: এবারে পেয়েছি ঠিক চয়নিকা
সন্দীপ: দাওতো কেমন তুমি দেবে ফাঁকি
সাবিত্রী: তাই নাকি ?
সন্দীপ: মালবিকা……অনামিকা

সন্দীপ: এই কাছে কাছে থাকা
চোখে চোখে ছবি আঁকা
এই হাসি পাশাপাশি
মনে রঙ লাগে নাকি
সাবিত্রী: লাগে বুঝি ?
সন্দীপ: জেনো পৃথিবীতে কেউ কারো নাই চেনা
সবাই সবার কাছে থাকে অচেনা
সন্দীপ: পথ চলতে চলতে
সাবিত্রী: আ—হা—হা
সন্দীপ: কথা বলতে
সাবিত্রী: আঃ হাঁ
সন্দীপ: কখন কে আসে কার পাশে কেউ জানে না
সাবিত্রী: আসে বুঝি ?
সন্দীপ: মালবিকা
সাবিত্রী: হু—হু—হু
সন্দীপ: অনামিকা
সাবিত্রী: হু হু হু
সন্দীপ: এবার পেয়েছি ঠিক চয়নিকা
সন্দীপ: দাওতো কেমন তুমি দেবে ফাঁকি
ও ও……মালবিকা
সাবিত্রী: হু হু হু
সন্দীপ: অনামিকা
সাবিত্রী: হু হু হু
সন্দীপ: মালবিকা
সাবিত্রী: হু হু হু
সন্দীপ: অনামিকা

(৭)

গগন—নারী চরিত্র বেজায় জটিল
কিচ্ছুই বুঝতে পারবে না
ওরা কোনো 'ল' মানে না তাই
ওদের নাম ললনা
অবলাকান্ত—বলছো কি
গগন—ঠিক বলছি ওরা যুক্তি তর্কের ধার ধারে না
সেন্টিমেন্টে চলে, ইচ্ছেমত কাঁদতে পারে
হাসে ইচ্ছে হলে
ওদের মতিগতি—ওদের মতিগতি তুমি ভাই
প্রেডিক্ট করতে পারবে না
তোমার ওপর যখন ওরা ভীষণ রকম রাগ করেন
জানবে ভালবাসার লক্ষণ

অবলাকান্ত—ডেঞ্জারাস
গগন—৪৪০ হাসলে ওরা ভয়ের কথা
কাঁদলে জেনো ঠিক আছে
হেসে হেসে বসলে পাশে
জানবে পকেট গেছেই গেছে
ওরা উল্টো করে—ওরা উল্টো করে সত্যি বলেন
সোজা কথা বলেন না
অবলাকান্ত—What
গগন—Fact তবে যাকে ওরা ভালবাসে,
তাকে সব কিছু দেয় নিঃস্ব হয়ে
দুঃখে কষ্টে তার পাশেতে থাকতে পারে
সকল সময়—কিন্তু
অবলাকান্ত—কিন্তু ?
গগন—কিন্তু বেচাল যদি কর তুমি,
সহজে জেনো ছাড়বে না
ওরা সব কিছু সয় সয়না কেবল ভালবাসার ছলনা

(৮)

ও ড্যাডি ও মামি—লা লা লা লা লা
বাপী থেকে হয়ে গেছি বনি—লা লা লা লা লা
আই এ্যাম মিস ক্যালকাটা কুইন—লা লা……
কেবা বড় কেবা ছোট
কেবা কলি ফোটো ফোটো
নো ম্যাটার কুমারী কে
কেইবা ম্যারেড
প্যারেড ফ্যাশন প্যারেড
লা লা ……
লা লা ……
রাম রাম রামেলা
পম পম পামেলা
আহাঃ বাহারে সব প্রজাপতি
গীতা, রীতা, সীতা, মীতা সরস্বতী
উড়ছে উড়বে নাচছে নাচবে
রঙে রঙে সঙ্গে করবে রঙীন
হো লা লা……
হো লা লা ……
কে বলে জীবন খালি ঝামেলা
এ রাতে উজ্জ্বল স্বপ্নে টলমল
এ রাতে নেই নেই লোড শেডিং

আর. ডি. বনশাল
প্রযোজিত
অর্দ্ধেন্দু চ্যাটার্জী
পরিচালিত
সীতা
রঙীন ছবি